২রা রবিউল আউয়াল শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী (সম্ভাব্য ১৬ই আগস্ট, ২০২৬ইং)
বাংলাদেশ জুড়ে ইউসি পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য

ফয়যানে মিলাদ ইজতিমার বয়ান

দানশীলের আঁচল আঁকড়ে ধরো...!!

এই বয়ানে আপনারা জানতে পারবেন...

- ★... এসো...!! প্রিয়তমের দরবারে
- ★... দুনিয়া তোমার গলিতে, আখিরাত তোমার গলিতে
- ★... আমাদের আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবকিছুর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ববান
- ★... চাওয়ার চেতনা দান করেন

উপস্থাপনায়:
আল মদীনাতুল ইলমিয়া
(Islamic Research Center)
(বিভাগ: দাওয়াতে ইসলামীর বয়ান)

Contents

দরুদ শরীফের ফযিলত ৩
আয়াতে করীমার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ৪
এসো...!! প্রিয়তমের দরবারে..... ৫
সাহায্যপ্রার্থীদের ভালবাসতেন ৭
গ্রাম্য লোককে মুচকি হেসে দেখলেন ৮
যা কিছু চাইবে হুযূর দান করবেন ৯
দুনিয়া তোমার গলিতে, আখিরাত তোমার গলিতে ১০
শহীদদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে দিলেন ১২
স্মৃতিশক্তি দান করলেন.....১২
জান্নাতে আমাকে তোমার প্রতিবেশী করো ১৫
আমাদের আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবকিছুর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ববান.....১৭
চাওয়ার চেতনা দান করেন..... ১৮
ওয়াল্লাহ! তিনি শুনে নিবেন ২১
ক্ষুধা মিটিয়ে দিলেন..... ২২
১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: সাপ্তাহিক ইজতিমা.....২৩

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম)

দরুদ শরীফের ফযিলত

সর্বশেষ নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّكُمْ تُعْرَضُوْنَ عَلَيَّ بِاَسْمَائِكُمْ وَسِيْمَاكُمْ فَاَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ নিশ্চয়ই তোমাদের নাম ও পরিচয়সহ আমার নিকট উপস্থাপন করা হয়, অতএব আমার উপর আহসান (অর্থাৎ সর্বোত্তম শব্দে) দরুদ শরীফ পাঠ করো।

(মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, কিতাবুস সালাত, পৃষ্ঠা: ১৪০, হাদীস: ৩১১৬)

نام حضرت پہ لاکھ بار درود
جو محبِّ نبی ہے اے کاتی!

بے عدد اور بے شُمار دُرود
چاہیے اُس کو بار بار دُرود

নাম হযরত পে লাখ বার দরূদ
জো মুহিব্বে নবী হে এ্যায় কাফী!

বে-আদদ অওর বে-শুমার দরূদ
চাহিয়ে উস কো বার বার দরূদ

(কাফী কী নাত, পৃষ্ঠা: ৩৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْم অর্থাৎ আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَ اَمَّا السَّآىِٕلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿۱۰﴾ (পারা: ৩০, সূরা: ওয়াদ দোহা: ১০)

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمِ وَ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং ভিক্ষুককে ধমকাবেন না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আয়াতে করীমার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَ اَمَّا السَّآىِٕلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿۱۰﴾
(পারা ৩০, সূরা ওয়াদ দোহা, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং ভিক্ষুককে ধমকাবেন না।

অর্থাৎ হে মাহবুবে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যখনই কোনো ভিক্ষুক আপনার খেদমতে কোনো আরয করবে, তার সাথে সদ্ব্যবহার করুন!

(তাফসীরে তাবরী, পারা ৩০, সূরা ওয়াদ দোহা, ১০ নং আয়াতের পাদটীকা, ১২/৬২৫, নাম্বার ৩৭৫২১)

এই আয়াতে করীমার দিকে ইঙ্গিত করেই আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আরয করছেন:

مؤمن ہوں مؤمنوں پر رَؤُوْفٌ رّحیم ہو | سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لَانہر کی ہے

মুমিন হুঁ মুমিনোঁ পর রউফুর রহীম হো
সায়িল হুঁ, সায়িলোঁ কো খুশী লা'নাহর কী হে

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ২১২)

ব্যাখ্যা: হে আমার দয়ালু মেহেরবান আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তিনি ঈমানদারদের উপর মেহেরবান, মমতা প্রদর্শন করেন, আপন রহমতের ছায়াতলে রাখেন; আমিও আপনার উম্মত, আপনার দয়ার দৃষ্টি দান করুন এবং আমি আপনার দুয়ারের ভিখারী; আপনার শান তো এমন যে, কাউকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না।

এসো...!! প্রিয়তমের দরবারে

এখানে একটি অত্যন্ত চমৎকার বিষয় রয়েছে; আমরা হলাম গোলামানে মুস্তফা, আমাদেরকে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দুয়ারে পৌঁছাও! ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৬৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করে তখন, হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয়।

মনে রাখবেন: ظُلْمٌ عَلَى النَّفْس এর অর্থ গুনাহ হয় না, এর অর্থ হলো: নিজের প্রাণের উপর অত্যাচার করে নেয়া। ✯ বান্দা গুনাহ করলে জাহান্নামের হকদার হবে, এটাও নিজের প্রাণের উপর অত্যাচার। ✯ বান্দা ভুল কাজ করলে তার ফল ভোগ করবে, এটাও নিজের প্রাণের উপর অত্যাচার। ✯ ক্ষতিকর জিনিস খেলো, কোলেস্টেরল বেড়ে গেল, ব্লাড প্রেসার বা সুগারের রোগী হয়ে গেলো, (অর্থাৎ উল্টাপাল্টা জিনিস খাওয়া) এটাও নিজের প্রাণের উপর অত্যাচার। ✯ আল্লাহ পাক যে যোগ্যতা দিয়েছে, তা ব্যবহার করেননি, এর দাবি পূরণ করেনি, ধীরে ধীরে যোগ্যতায় জং ধরে গেল, এটাও নিজের প্রাণের উপর অত্যাচার।

✯ পরিশ্রম করলো না, ফলে বিফল হলো, এটিও নিজের প্রাণের উপর অত্যাচার। ✯ ঋণ নিতে নিতে দুঃসাহসী হয়ে গেলো, ধীরে ধীরে আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেল, ঋণ বেড়ে গেলো, অভাব শুরু হয়ে গেলো, এটাও নিজের প্রাণের উপর অত্যাচার। মোটকথা; নিজের প্রাণের উপর অত্যাচারের হাজারো রূপ রয়েছে এবং প্রতিটি রূপের ফল হলো নিজের ক্ষতি, সমস্যা, পেরেশানী ও বিপদ। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তিই নিজের প্রাণের উপর অত্যাচার করে বসলো, সমস্যা ও পেরেশানীর শিকার হয়ে গেলো, বিপদে নিপতিত হলো বা জাহান্নামের হকদার হয়ে গেলো, হে মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সে যেন আপনার দৌলতখানায় হাজির হয়ে যায়।

তো আল্লাহ পাক আমাদেরকে আপন মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরজা দেখিয়েছেন এবং মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করেছেন:

وَاَمَّا السَّآىِٕلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿۱۰﴾

(পারা ৩০, সূরা ওয়াদ দোহা, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং ভিক্ষুককে ধমকাবেন না।

অর্থাৎ হে মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি সবাইকে আপনার দুয়ারের সাহায্যপ্রার্থী বানাব, সবার দৃষ্টি আপনার দিকেই উঠবে, সবাই আপনারই মুখাপেক্ষী হবে। হে প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সমস্ত মাখলুককে আপনার সাহায্যপ্রার্থী বানানো আমার কাজ, আর যে প্রার্থীই হাজির হবে তার ঝুলি পূর্ণ করে দেওয়া আপনার কাজ।

وہی ربّ ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا | ہمیں بھیک مانگنے کو ترا آستاں بتایا
تجھے حمد ہے خُدایا

ওহী রব হে জিসনে তুঝকো হামাতন করম বানায়া
হামেঁ ভীক মাঙনে কো তেরা আস্তাঁ বাতায়া
তুঝে হামদ হে খুদায়া

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৩৬৩)

সাহায্যপ্রার্থীদের ভালবাসতেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! نَهَر শব্দের অর্থ হলো: ধমক দেওয়া বা তিরস্কার করা। আল্লাহ পাক আপন মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করছেন:

وَاَمَّا السَّآىِٕلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿۱۰﴾

(পারা ৩০, সূরা ওয়াদ দোহা, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং ভিক্ষুককে ধমকাবেন না।

অর্থাৎ হে মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কোনো সাহায্যপ্রার্থী আসলে তাকে ধমক দিবেন না, তিরস্কার করবেন না।

অনেক সময় এমন হয় না যে, মানুষ সাহায্যপ্রার্থীকে দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু সাথে ধমকও দিচ্ছে বা রাগ দেখাচ্ছে? যেমন কোনো ভিক্ষুক প্রতিদিনই আসে, এখন সাধারণত মানুষের ধরন হয়; পকেট থেকে টাকা বের করে তার হাতে দিলো, সাথে রাগান্বিত স্বরে বলে: এই নাও! ধরো! প্রতিদিনই চলে আসো, লজ্জা করে না। অনেকে রাগান্বিত দৃষ্টিতে তাকায়।

প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান দেখুন! আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন:

وَاَمَّا السَّآىِٕلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿۱۰﴾

(পারা ৩০, সূরা ওয়াদ দোহা, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং ভিক্ষুককে ধমকাবেন না।

হে মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সাহায্যপ্রার্থীকে দিবেনও, ধমকাবেনও না। কতই না সুন্দর বলেছেন মাওলানা হাসান রযা খাঁন সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, লিখছেন:

آتا ہے فقیروں پہ اُنہیں پیار کچھ ایسا | خُود بھیک دیں اور خُود کہیں منگتا کا بھلا ہو

আতা হে ফকীরোঁ পে উনহেঁ পেয়ার কুছ এ্যয়সা
খুদ ভীক দেঁ আওর খুদ কাহেঁ মাঙ্গতা কা ভালা হো

(যওকে নাত, পৃষ্ঠা: ২১১)

গ্রাম্য লোককে মুচকি হেসে দেখলেন

হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: একবার আমি মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মোটা পাড়ের একটি চাদর জড়িয়ে রেখেছিলেন। এক গ্রাম্য লোক পেছন থেকে এল এবং হঠাৎ চাদর মুবারক ধরে টান দিল। তিনি বলেন: আমি দেখলাম চাদর মুবারকের পাড় (প্রান্ত) মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক কাঁধের উপর দিয়ে ঘুরে গেল, ফলে তাঁর নরম ও কোমল পবিত্র দেহে দাগ পড়ে গেল।

গ্রাম্য লোকটি বলল: হে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আল্লাহ পাক যা আপনাকে দিয়েছেন তা থেকে আমাকেও দান করুক!

এখন একটু চিন্তা করুন! মানুষ সাহায্যপ্রার্থী আর এভাবে এসে সাহায্য চাইলো, আমাদের মতো কেউ হলে রাগে লাল হয়ে যেত, এক নিঃশ্বাসে তাকে ১০-১২টি কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিত। কিন্তু কুরবান হয়ে যাই! মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি, আল্লাহ পাক তাঁকে সমস্ত জগতের

জন্য রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছেন। হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: প্রিয় মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঘুরে সেই গ্রাম্য লোকটির দিকে তাকালেন এবং অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিতে মুচকি হাসলেন, পাশাপাশি ইরশাদ করলেন: এই গ্রাম্য লোকটির চাহিদা পূর্ণ করে দাও। **(বুখারী, পৃষ্ঠা: ৮০৭, হাদীস: ৩১৪৮)**

اَللّٰہُ اَکۡبَرُ! এটিই হলো দানশীলতার ধরন...!! এই শানের দানশীল না কখনো ছিল, না কিয়ামত পর্যন্ত হতে পারে। আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই দানশীলতার শানের উপর গর্ব করে আরয করেন:

سرکار ہم گنواروں میں طرزِ ادب کہاں
ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے
اُف بے حیائیاں کہ یہ مُنہ اور ترے حُضُور
ہاں تُو کریم ہے، تِری خُو دَرگزر کی ہے

সরকার হাম গঁওয়ারোঁ মেঁ তর্যে আদাব কাহাঁ
হাম কো তো ব্যস তামীয এহী ভীক ভর কী হে
উফ বে-হায়াইয়াঁ কে ইয়ে মুঁহ অওর তেরে হুযূর
হাঁ তু করীম হে, তেরী খু দরগুযার কী হে

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ২২৫-২২৬)

যা কিছু চাইবে হুযূর দান করবেন

এখন অন্য এক দিক থেকে চিন্তা করুন! আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন:

وَ اَمَّا السَّآىِٕلَ فَلَا تَنۡهَرۡ ﴿۱۰﴾

(পারা ৩০, সূরা ওয়াদ দোহা, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং ভিক্ষুককে ধমকাবেন না।

سَآىِٕل শব্দের অর্থ হলো প্রার্থনাকারী। কী প্রার্থনাকারী? ✯ দুনিয়া প্রার্থনাকারী? ✯ আখিরাত প্রার্থনাকারী? ✯ টাকা প্রার্থনাকারী নাকি

✯ জীবন প্রার্থনাকারী? ✯ মুকুট ও সিংহাসন প্রার্থনাকারী নাকি ✯ যোগ্যতা প্রার্থনাকারী? কী প্রার্থনাকারী? কোনো শর্ত এখানে লাগানো হয়নি। এর ফল কী হবে? হে মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যে কোনো প্রার্থনাকারী হোক, যা ইচ্ছা প্রার্থনা করে, ✯ আপনি তাকে ধমক দেবেন না ✯ নিরাশ করবেন না ✯ অন্য কোনো দুয়ারে পাঠাবেন না; আপনার কাজ হলো ভিখারিদের ঝুলি পূর্ণ করে দেওয়া।

کریم ایسا ملا کہ جس کے کُھلے ہیں ہاتھ اور بھَرے خزانے
بتاؤ اے مُفلِسو! کہ پھِر کیوں تمہارا دِل اِضطراب میں ہے

করীম এ্যয়সা মিলা কে জিস কে খুলে হে হাত অওর ভরে খাযানে
বাতাও এ্যয় মুফলিসো! কেহ ফির কিউঁ তুমহারা দিল ইযতিরাব মেঁ হে

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৮১)

ব্যাখ্যা: আমাদের নসীবে এমন এক দয়ালু আছেন, যিনি দানশীলদের চেয়েও বড় দানশীল এবং যার ভাণ্ডার ভরপুর; তবুও হে ফকিরেরা! হে দানশীলের দুয়ারের সাহায্যপ্রার্থীরা! আপনাদের অন্তরে অস্থিরতা কেন?

দুনিয়া তোমার গলিতে, আখিরাত তোমার গলিতে

سُبْحٰنَ الله! জানা গেল যে, মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবকিছু দান করেন। ✯ মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা আলীউল মুরতাযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! অনেক শীত লাগছে। তিনি দোয়া করলেন: اَللّٰهُمَّ اكْفِهِ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ হে আল্লাহ পাক! আলীকে শীত ও গরম থেকে নিরাপদ রাখো। **(মুসান্নাফ ইবনে শায়বা, ৮/৮২৩, হাদীস: ১১)**

سُبْحٰنَ اللّٰه! চেয়েছিলেন একটি জিনিস, দান করা হলো দুটি। আরয ছিল শীত লাগছে, আর তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শীত ও গরম উভয়টির তীব্রতা থেকে হেফাযত দান করলেন। মুস্তফার এই দোয়ার পর অবস্থা এমন হলো যে, হযরত আলী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ শীতকালে গরমের কাপড় এবং গরমকালে শীতের কাপড় পরিধান করতেন। **(ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা: ১১৭, হাদীস: ১১৭)**

☆ হযরত কাতাদাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর চোখ বেরিয়ে গেল, চোখের মণি হাতে নিয়ে হাজির হলেন। প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: কাতাদাহ! ধৈর্য ধরো তবে জান্নাত পাবে। আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! চোখ আমার চাওয়া অনুযায়ী ফিরিয়ে দিন, জান্নাতের জন্য দোয়া করে দিন! তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চোখটি হাতে নিলেন এবং তার স্থানে রেখে দোয়া করলেন: হে আল্লাহ পাক! কাতাদাহ'র চোখ সুস্থ করে দাও। বর্ণিত আছে: হযরত কাতাদাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর এই চোখটি অন্যটির চেয়েও বেশি ভালো এবং বেশি সুন্দর হয়ে গিয়েছিল।

(সিফতুস সাফওয়া, নাম্বার: ৩৫, ১ম অংশ, ১/২৪০)

☆ হযরত উক্কাশাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ যুদ্ধের ময়দানে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার তলোয়ার ভেঙে গেছে। প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি ডাল দিলেন, যখনই তিনি ডালটি ধরলেন তা তলোয়ার হয়ে গেল। **(সীরাতু ইবনে হিশাম, ২য় অংশ, ১/২২৩)**

☆ হযরত খুবাইব رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর বাহু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তা নিয়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হলেন। মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থুথু মুবারক লাগালেন এবং বাহু পুনরায় জুড়ে দিলেন। **(কিতাবুশ শিফা, ১ম অধ্যায়, ১ম অংশ, পৃষ্ঠা: ২৪১)** ☆ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আতিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ

এর পা ভেঙে গেল, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হলেন। মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাত মুবারক বুলিয়ে দিলেন, পা আগের চেয়েও বেশি ভালো হয়ে গেল। **(বুখারী, পৃষ্ঠা: ১০১৫, হাদীস: ৪০৩৯)**

শহীদদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে দিলেন

হযরত উম্মে হারাম رَضِیَ اللهُ عَنْهَا সাহাবীয়া ছিলেন এবং প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহরিম আত্মীয় ছিলেন, তিনি তাঁর বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। বুখারী শরীফের হাদীসে পাকে রয়েছে; একবার প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তিনি খাবার উপস্থাপন করলেন, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা গ্রহণ করলেন এবং বিশ্রাম নিলেন। এরপর হঠাৎ জাগ্রত হলেন, পবিত্র চেহারায় মুচকি হাসি ছিল। আরয করা হলো: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কী কারণে মুচকি হাসছেন? ইরশাদ করলেন: আমার উম্মতের একটি দল আমাকে দেখানো হয়েছে, যারা সমুদ্রপথ দিয়ে গিয়ে আল্লাহ পাকের পথে লড়াই করবে। আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকেও তাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে দিন! তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন এবং ইরশাদ করলেন: তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত। **(বুখারী, পৃষ্ঠা: ১৭০৫, হাদীস: ৭০০২)**

স্মৃতিশক্তি দান করলেন

অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হাদীসে পাকে রয়েছে; হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সাহাবীয়ে রাসূল ছিলেন, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হতেন, হাদীস শুনতেন কিন্তু মনে থাকত না। একদিন প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হয়ে আরয করলেন:

اِنِّيْ اَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا اَنْسَاهُ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! স্মৃতিশক্তি দুর্বল, আপনার হাদীসগুলো শুনি কিন্তু স্মরণ থাকে না।

سُبْحٰنَ الله! তিনি তো সবকিছুর মালিক; এরূপ ইরশাদ করেননি: আবু হুরায়রা! বাহ্যিক জিনিস তো আমার কাছে চাও তবেই আমি দেব, এটি তো বাহ্যিক সম্পদ নয়, যাও! আল্লাহ পাকের কাছে চাও! না...!! তিনি সবকিছুর মালিক। হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জানেন যে, সব নেয়ামত আল্লাহ পাক দান করেন কিন্তু তা পাওয়া যায় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুয়ার থেকে। আর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও জানেন যে সমস্ত নেয়ামতের ভাণ্ডার আমার কাছে রয়েছে, আল্লাহ পাকের দানে আমাকে মালিক ও ক্ষমতাবান বানানো হয়েছে। তিনি হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে স্মৃতিশক্তি দান করলেন। কীভাবে দিলেন? তাও বড় আশ্চর্যের বিষয়,) ইরশাদ করলেন: اُبْسُطْ رِدَاءَكَ আবু হুরায়রা! তোমার চাদর বিছিয়ে দাও!

তিনি চাদর বিছিয়ে দিলেন। فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুই হাত শূন্যে প্রসারিত করলেন, অঞ্জলি ভরলেন এবং চাদরে ঢেলে দিলেন। ইরশাদ করলেন: আবু হুরায়রা! এই চাদরটি বুকের সাথে জড়িয়ে নাও! তিনি চাদরটি বুকের সাথে জড়িয়ে নিলেন। বর্ণনা করেন: فَمَا نَسِيْتُ شَيْئًا بَعْدَهٗ সেই দিনের পর থেকে অবস্থা এমন হলো যে, যা কিছু শুনি তাই মনে থাকে। **(বুখারী, পৃষ্ঠা: ১০৫, হাদীস: ১১৯)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে একটি ভাবার বিষয় রয়েছে। নিশ্চয়ই সমস্ত ভাণ্ডার মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করে দেওয়া

হয়েছে, কিন্তু এটিও একটি স্পষ্ট বিষয় যে, ভাণ্ডার সবসময় সাথে নিয়ে চলা হয় না, ভাণ্ডার নিরাপদ স্থানে রাখা হয়। কিন্তু তিনি অনন্য আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং এটি অনন্য ভাণ্ডার। হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ স্মৃতিশক্তি চাইলেন, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরূপ ইরশাদ করেননি যে, আবু হুরায়রা! দাঁড়াও! আমি আমার ভাণ্ডার থেকে স্মৃতিশক্তি নিয়ে আসছি; এরূপ ইরশাদ করেননি: আবু হুরায়রা! আমার সাথে চলো! অমুক জায়গায় ভাণ্ডার আছে, আমি সেখান থেকে তোমাকে স্মৃতিশক্তি দিচ্ছি। না...!! না। তিনি যেখানে উপবিষ্ট ছিলেন, সেখান থেকেই এক অঞ্জলি ভরলেন এবং দান করে দিলেন। জানা গেল; বাহ্যিক চোখে কিছু দেখা যাক বা না যাক, মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন এমন যে, যেখানে যান সমস্ত নেয়ামতের ভাণ্ডার সাথেই থাকে; সাহায্যপ্রার্থী পৌঁছানো মাত্রই অপেক্ষার কষ্ট না দিয়ে তৎক্ষণাৎ সবকিছু দান করে দেন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লেখেন:

نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا | ساتھ ہی منشیٔ رحمت کا قلمدان گیا

নেয়ামতেঁ বাঁটতা জিস সমত ওহ যীশানে গেয়া
সাথহী মুনশিয়ে রহমত কা কলমদানে গেয়া

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৫৫)

ব্যাখ্যা: সেই মর্যাদাবান রহমতের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রব্বে করীমের নেয়ামতসমূহ বণ্টন করার জন্য যেদিকেই তাশরীফ নিয়েছেন, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া ও অনুগ্রহ লিপিবদ্ধকারী আপন কলমদান হাতে নিয়ে তাঁর সাথেই থেকেছে।

سُبْحٰنَ الله! এটাই হলো মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভাণ্ডার, যা তাঁকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেখানে থাকেন সমস্ত

ভাণ্ডার সাথে থাকে, সাহায্যপ্রার্থীরা চাইতে থাকে আর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দান করতে থাকেন।

জান্নাতে আমাকে তোমার প্রতিবেশী করো

হযরত রবীয়া আসলামী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সাহাবীয়ে রাসূল ছিলেন, আসহাবে সুফফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খাদেম ছিলেন। সফরে ও আবাসে তাঁর সাথে থাকার সৌভাগ্য লাভ করতেন। তিনি বর্ণনা করেন: আমি প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুজরা শরীফের কাছেই রাত কাটাতাম (যাতে অযুর পানি বা মিসওয়াক ইত্যাদির প্রয়োজন হলে তা পেশ করতে পারি)।

(নাসায়ী, পৃষ্ঠা: ২৮২, হাদীস: ১৬১৫)

একবারের ঘটনা, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন, তখন আমি অযুর পানি ও মিসওয়াক ইত্যাদি নিয়ে হাজির হলাম। (আমার এই খেদমত দেখে দয়ার সাগর উথলে উঠল; প্রিয় নবী, মাক্কী-মাদানী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দানের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়ে) ইরশাদ করলেন: سَلْ! হে রবীয়া! চাও! আমি আরয করলাম: اَسْاَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি জান্নাতে আপনার প্রতিবেশী হতে চাই। **(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১৮৪, হাদীস: ৪৮৯)**

سائل ہوں ترا، مانگتا ہوں تجھ سے تجھی کو | معلوم ہے مجھ کو تری اقرار کی عادت

সায়িল হুঁ তেরা, মাঙ্গতা হুঁ তুঝসে তুঝী কো
মালুম হে মুঝকো তেরী ইকরার কী আদত

হযরত জামীলে রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন:

میں تری دَین کے قربان کہ تیرے منگتا | تجھ سے جو چاہتے ہیں مانگ لیا کرتے ہیں

মে তেরী দাইন কে কুরবান কে তেরে মঙতা
তুঝসে জো চাহতে হেঁ মাঙ্গ লিয়া করতে হেঁ

(কাবালায়ে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৮৭)

চাওয়ার মতো তো হযরত রবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সবকিছুই চেয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু আমার আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দানবীরদের দানবীর, তাঁর দানের শানই অনন্য।

میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا | دریا بہادیئے ہیں، دُر بے بہادیئے ہیں

মেরে করীম সে গর কতরা কিসিনে মাঙ্গা
দরিয়া বাহা দিয়ে হে, দুরবে বাহা দিয়ে হে

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১০২)

হযরত রবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জান্নাতে আক্বার প্রতিবেশী হওয়ার আবেদন করেছিলেন; প্রিয় আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اَوَ غَیۡرَ ذٰلِکَ অর্থাৎ এছাড়া আর কিছু চাই? আরয করলেন: هُوَ ذَاکَ অর্থাৎ এটাই প্রয়োজন।

(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১৮৪, হাদীস: ৪৮৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত রবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এটাই প্রার্থনা যেন জান্নাতে আপনার প্রতিবেশী হওয়া নসীব হয়। এতে রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: فَاَعِنِّي عَلٰی نَفۡسِكَ بِكَثۡرَةِ السُّجُوۡدِ অর্থাৎ অধিক পরিমাণে সিজদা করার মাধ্যমে নিজের নফসের উপর আমাকে সাহায্য করো!

(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১৮৪, হাদীস: ৪৮৯)

مالک ہیں خزانۂ قُدرَت کے، جو جس کو چاہیں دے ڈالیں
دی خُلد جنابِ رَبِّ بیمثل کو، بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے

মালিক হে খাযানায়ে কুদরত কে, জো জিস কো চাহেঁ দে ডালেঁ
দী খুলদ জনাবে রবীয়া কো, বিগড়ী লাখোঁ কী বানাই হে

(দিওয়ানে সালেক, পৃষ্ঠা: ৫২)

আমাদের আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবকিছুর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ববান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঈমানদীপ্ত বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, আমাদের প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবকিছুর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ববান। তাঁকে পূর্ণ কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে যে, যাকে যা ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা দান করতে পারেন। এজন্যই তো তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত রবীয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে কোনো শর্ত বা বাধ্যবাধকতা ছাড়াই ইরশাদ করেছেন: سَلْ অর্থাৎ চাও কী চাও? (অর্থাৎ হে রবীয়া! কোনো শর্ত নেই ✯ আমার কাছে দুনিয়া চাও ✯ আখিরাত চাও ✯ ধন-সম্পদ চাও ✯ দীর্ঘ জীবন চাও ✯ আনন্দ চাও ✯ সম্মান ও মর্যাদা চাও ✯ জান্নাত চাও ✯ আল্লাহ পাকের নৈকট্য চাও; যা কিছু চাইবে তাই পাবে)। নিশ্চয়ই এমন উন্মুক্ত প্রস্তাব (Offer) সেই দিতে পারে, যার কাছে পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে। আমাদের আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত রবীয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে এই প্রস্তাব দিলেন; এটাই এই বিষয়ের দলিল যে, আল্লাহ পাক তাঁকে পূর্ণ কর্তৃত্ব দান করেছেন, যেন যাকে যা ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা দান করতে পারেন।

ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے | مالکِ کل کہلاتے یہ ہیں
اِنَّآ اَعْطَیْنٰکَ الْکَوْثَرَ | ساری کثرت پاتے یہ ہیں

رَبّ ہے مُعْطِی، یہ ہیں قاسم | رِزْق اُس کا ہے کھلاتے یہ ہیں

উন কে হাথ মেঁ হার কুঞ্জি হে
মালিকে কুল কেহলাতে ইয়ে হে
اِنَّآ اَعْطَیْنٰکَ الْکَوْثَرَ
সারী কসরত পাতে ইয়ে হে
রব হে মু'তী, ইয়ে হে কাসিম
রিযক উস কা হে খিলাতে ইয়ে হে

চাওয়ার চেতনা দান করেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একে তো হলো যে, মাহবুব নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছে চাও তো দান করেন। চাইবে কী? কীভাবে চাইবে? এটাও তো মানুষের জানা থাকা উচিত;

মাহবুব নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনন্য শান দেখুন! যে সাহায্যপ্রার্থীই আসুক তাকে তো দেন-ই, তার পাশাপাশি চাওয়ার চেতনা এবং পদ্ধতিও মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজেই শিখিয়ে দেন।

একবার এক গ্রাম্য লোক প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হলেন। দয়ার সাগর যা সবসময় উত্তাল থাকে, সেই সময়ও উত্তাল ছিল; রাসূল পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: سَلْ مَا شِئْتَ یَا اَعْرَابِیُّ হে গ্রাম্য লোক! যা ইচ্ছা তা চেয়ে নাও।

সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان বর্ণনা করেন: আমরা তাঁর নসীব দেখে ঈর্ষা করছিলাম (যে কত বড় সুযোগ পেলেন), আমরা ভাবছিলাম যে, এখনই সে জান্নাত চেয়ে নিবে। কিন্তু সেই গ্রাম্য লোক আরয করলো:

ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার একটি বাহন (যেমন; উট বা ঘোড়া ইত্যাদি) প্রয়োজন। ইরশাদ করলেন: তোমাকে বাহন দিলাম, আরও কিছু চাও। গ্রাম্য লোকটি আরয করলো: বাহনের সরঞ্জাম (যেমন; বসার আসন ইত্যাদি) দিন! ইরশাদ করলেন: তাও দিলাম, আরও কিছু চাও...!! আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সফরের রসদও (Luggage) দিন!

সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বর্ণনা করেন: আমরা সেই গ্রাম্য লোকটির উপর অবাক হচ্ছিলাম (যে, সে এসব কী চাচ্ছে! যাই হোক)। গ্রাম্য লোকটি যা কিছু চেয়েছিলো তাকে সবকিছুই দিয়ে দেওয়া হলো। এখন প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এই গ্রাম্য লোকের চাওয়া এবং বনী ইসরাঈলের বৃদ্ধার চাওয়ার মধ্যে কত তফাত (Difference)...!! এরপর তিনি বনী ইসরাঈলের বৃদ্ধার ঘটনা বর্ণনা করলেন: (যার সারাংশ হলো) যখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বনী ইসরাঈলদের নিয়ে মিসর ত্যাগ করতে লাগলেন তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নির্দেশ হলো: হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর মুবারক দেহটিও সাথে নিয়ে নিন!

(হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর কয়েক শতাব্দী পার হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁকে নীল নদের মাঝখানে দাফন করা হয়েছিল; সুতরাং এত শতাব্দী পর কেউ জানত না যে, তাঁকে কোথায় দাফন করা হয়েছিল, কেবল এক বৃদ্ধা সেই জায়গাটি সম্পর্কে জানতো)। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام সেই বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি জানো হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর কবর কোথায়? বৃদ্ধা বললো: জ্বি হ্যাঁ! হযরত

মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আমাদের বলো! বৃদ্ধা বললো:আল্লাহর শপথ ! যতক্ষণ আপনি আমার চাওয়া পূর্ণ করবেন না ততক্ষণ বলব না। বললেন: চাও কী চাওয়ার, তোমাকে দেওয়া হবে। বৃদ্ধাটি বুদ্ধিমতী ছিলো, বললো: আমি আপনার কাছে জান্নাতে আপনার প্রতিবেশী (Neighborhood) হতে চাই।

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: শুধু জান্নাত চেয়ে নাও! বৃদ্ধা বললো: না...!! আল্লাহর শপথ! আমি এর চেয়ে কমে মোটেও রাজি নই; আমার শুধু জান্নাত নয় বরং জান্নাতে আপনার প্রতিবেশী হওয়াও চাই। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তাকে আরও বোঝালেন কিন্তু তিনি নিজের কথায় অটল ছিলেন। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক ওহী পাঠালেন এবং ইরশাদ করলেন: হে মূসা! আপনার কী ক্ষতি...!! যা চায় দিয়ে দিন! অতএব হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তার চাওয়া পূর্ণ করলেন এবং হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর মুবারক দেহ নিয়ে রওনা হলেন।

(মাকারিমুল আখলাক, ৩/২৬৪, হাদীস: ৭৩১)

کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی دَر سے آقا	ہے سخی آپ کا دَربارِ رسولِ عَرَبی
کوئی دولت، کوئی ثَروَت کوئی شُہرت چاہے	میں فقط تیرا طلب گار رَسُولِ عَرَبی
اَب تو سَرکار! ہو عطّار پہ نظرِ رَحمت	کہہ دو! اپنا سگِ دَربارِ رَسُولِ عَرَبی

কোয়ি খালী নেহীঁ লৌটা কভী দর সে আক্বা
হে সখী আপ কা দরবার রাসূলে আরাবী
কোয়ি দৌলত, কোয়ি সারওয়াত কোয়ি শুহরত চাহে
মে ফকত তেরা তলবগার রাসূলে আরাবী
আব তো সরকার! হো আত্তার পে নযরে রহমত
কেহ দো! আপনা সগে দরবার রাসূলে আরাবী

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৩৭৪-৩৭৫)

سُبْحٰنَ اللہ! দেখুন! কেমন চমৎকার শান। কী চাইতে হবে? কীভাবে চাইতে হবে? তার ধরনও তিনি صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজেই শিখিয়ে দিচ্ছেন।

مانگنے کا شعور دیتے ہیں	جو بھی مانگو حُضُور دیتے ہیں
মাঙ্গনে কা শউর দেতে হে	**জো ভী মাঙ্গো হুযূর দেতে হে**

ওয়াল্লাহ! তিনি শুনে নিবেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন অন্য একটি পয়েন্টে মনোযোগ দিন! আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন:

وَ اَمَّا السَّآىِٕلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿۱۰﴾

(পারা ৩০, সূরা ওয়াদ দোহা, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং ভিক্ষুককে ধমকাবেন না।

سَآىِٕل সাহায্যপ্রার্থীকে বলা হয়। আল্লাহ পাক এটি তো ইরশাদ করেছেন যে, হে মাহবুব صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! যখনই কেউ চাইবে তাকে ধমক দিবেন না। কিন্তু এটি বলেননি যে, যেই পবিত্র দুয়ারে এসে চাইবে তাকেই দিবেন, বরং কোনো শর্ত ছাড়াই سَآىِٕل শব্দ ইরশাদ করেছেন।

অর্থাৎ মানুষ ✯ মদীনায় হোক ✯ বাড়িতে হোক ✯ দোকানে হোক বা ✯ অফিসে ✯ দুনিয়ার পূর্ব প্রান্তে হোক বা ✯ পশ্চিমে; মোটকথা সাহায্যপ্রার্থী হতে হবে; এরপর সে যেখানেই হোক, মনে মনে প্রার্থনা করুক বা উচ্চস্বরে, যে সাহায্যপ্রার্থী হয় মাহবুব صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না।

ক্ষুধা মিটিয়ে দিলেন

শেখ আহমদ বিন নাফীস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; আমি একবার মদীনা শরীফে তীব্র ক্ষুধার্ত অবস্থায় প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওযায়ে পাকে হাজির হয়ে আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি ক্ষুধার্ত। হঠাৎ চোখ লেগে এল, এই সময় কেউ আমাকে জাগিয়ে সাথে যাওয়ার দাওয়াত দিলেন। অতএব আমি তার সাথে তার বাড়িতে এলাম। মেজবান খেজুর, ঘি এবং গমের রুটি উপস্থাপন করে বললেন: পেট ভরে খেয়ে নিন, কারণ আমাকে আমার পূর্বপুরুষ মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার মেহমানদারী করার নির্দেশ দিয়েছেন। ভবিষ্যতে যখনই ক্ষুধা অনুভব হবে আমাদের কাছে তাশরীফ আনবেন।

(হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন, পৃষ্ঠা: ৫৭৩)

بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں | مانگے سے جو ملے کسے فہم اُس قدر کی ہے

বে-মাঙ্গগে দেনে ওয়ালে কী নেমত মেঁ গরক হে
মাঙ্গগে সে জো মিলে কিসে ফাহম উস কদর কী হে

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ২১৩)

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ আমরা না চাইতেই করীম আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগ্রহে ডুবে আছি, তবে চাইলে যা পাবে তার কোনো অনুমানও কেউ করতে পারবে না।

سُبْحٰنَ الله! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানশীলতার শান; তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাক কর্তৃক মালিক ও পূর্ণ কতৃত্ব সহকারে নিযুক্ত হয়েছেন। সব ধন-ভাণ্ডারের চাবিকাঠি তাঁকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সাধারণ অনুমতিও রয়েছে যে, হে মাহবুব

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যেখানে আপনার মন চায় সেই ধন-ভাণ্ডার প্রাণ খুলে বণ্টন করতে থাকুন। হায়! মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানশীলতার সদকায় আমাদেরও যেন দানশীলতা, ত্যাগ ও কুরবানির দৌলত নসীব হয়। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: সাপ্তাহিক ইজতিমা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদা শিখতে এবং ইশকে মুস্তফা দ্বারা অন্তরকে উজ্জ্বল করার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। ১২টি দ্বীনি কাজে অংশগ্রহণ করুন! اِنْ شَآءَ الله এর অনেক বরকত নসীব হবে। ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো: সাপ্তাহিক ইজতিমা।

আপনাদের প্রতি অনুরোধ হলো যে, সাপ্তাহিক ইজতিমায় নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করুন! ✯ দ্বীনি ইজতিমায় বসা এবং যিকিরকারীদের নিজেদেরই বা কী শান হবে! হাদীসে পাকের বর্ণনা অনুযায়ী; যে তাদের সাথে বসে যায় সেও দূর্ভাগা থাকে না।

(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১০৩৭, হাদীস: ২৬৮৯)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه সাপ্তাহিক ইজতিমায় যিকির হয় ✯ ইলমে দ্বীন শেখার সুযোগ অর্জিত হয় ✯ নেক সাহচর্যে বসা হয় ✯ এবং মসজিদে সময় কাটানো নসীব হয় ✯ একটি গুরুত্বপূর্ণ বরকত হলো; দ্বীনি ইজতিমার জন্য যাওয়াও আল্লাহ পথে বের হওয়া; সাপ্তাহিক ইজতিমায় যখন

তাশরীফ আনবেন তখন اِنْ شَآءَ الله ঘর থেকে বের হওয়া থেকে ফেরা পর্যন্ত পুরো সময়টি আল্লাহর পথে গণ্য হবে। প্রতি বৃহস্পতিবার নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণের নিয়ত করে নিন!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد